

বরিশালে স্কুলমাঠে মার্কেট এসব দেখি কানার হাটবাজার

বরিশালের রসুলপুর চরে চকবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠ দখল করে 'মার্কেট' নির্মাণের যে আয়োজন চলছে তা কতটা অবিস্ময়কারী, মঙ্গলবার সমকালে প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদনেই তা স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে, বিদ্যালয় ভবনের কয়েক ফুট সামনে চলছে তথাকথিত মার্কেটের দেয়াল নির্মাণের কাজ। এই অপভ্রংশের আশঙ্কায় যেমন বিস্তৃত ভেদনই স্ক্রল করেছে, আধুনিক সমাজেও এভাবে স্কুলমাঠ দখল করতে পারেনা দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এতে স্থলপ্রেমী শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সুযোগই কেবল বন্ধ হয়ে যাবে না, বাজারের হটগোলে প্রভাশোনার স্বাভাবিক পরিবেশও বিঘ্নিত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে প্রতিবেদনগুলো জানা যাচ্ছে, এই অপকর্ষের নেপথ্যে রয়েছে স্থানীয় ভূমি দফতর সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা। মাঠ দখলের যৌক্তিকতা হিসেবে তারা খাস জমি ইজারা নেওয়ার নথিপত্র প্রদর্শন করেছে। তারা যে কেবল লোভী দখলদার তা নয়, কাণ্ডজ্ঞানও খুঁয়েছে দেখা যাচ্ছে। আমরা মনে করি, খাস জমি তো নয়ই, স্থল সংলগ্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতেও এভাবে বাজার বসানোর নৈতিক অধিকার কারও নেই। স্থানীয় ভূমি অফিসও স্পষ্টতই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিদ্যালয় মাঠে বাজার বসানোর সম্পূর্ণ আয়োজন এক বিকট সামাজিক অপরাধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমরা চাই, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। খাস জমিটি যদি বরাদ্দ হয়েও থাকে, যে কোনো মূল্যেই তা বাতিল করার বিকল্প নেই। কয়েক বছর আগে বিদ্যালয়টি যখন বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তর হয়, তখন এর সঙ্গে ৩৩ শতাংশ ভূমি বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তা কেন প্রতিপালিত হয়নি- খতিয়ে দেখতে হবে সেটাও। যত দ্রুত সম্ভব মাঠের জায়গাটি স্থলের নামে বরাদ্দ দিয়ে বিলম্ব হলেও সেই ভুল শোধরানো হবে বলে প্রত্যাশা। একই সঙ্গে বাজারটি বসানোর সঙ্গে যারা জড়িত- ভূমি অফিসের উচ্চিষ্টভোগী বা স্থানীয় প্রভাবশালী, তাদের একত্র হওয়ার পেছনে কী পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছে, তা উন্মোচন করা জরুরি। জরুরি অবিস্ময়কারিতার দণ্ডও। অন্যথায় এ ধরনের অঘটন আরও দেখার আশঙ্কা রয়েছে।